দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৬।১১।৮৫ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ... ১ ... ...

002

কলেজ সমস্যার অন্যদিক

মাত্র ক'দিন আগে ঢাকার একটি দৈনিকে মফস্বল কলেজগুলোর একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে—মানিকগঞ্জ, বরগুনা, নাটোর, বরিশাল এবং সিলেটের কিছুসংখ্যক কলেজের কথা। এ কলেজগুলিতে শিক্ষকের অভাব আছে—অভাব আছে শিক্ষা দেবার মত অন্যান্য সাজসরঞ্জামের।

এর মধ্যে আবার একটি উল্লেখযোগ্য খবরও আছে। খবরে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় নাকি নতুন করে কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে পরিস্থিতির পর্যালোচনা না করেই। সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে দেশের অনেক এলাকার পুরনো কলেজগুলি চলছে না; সেক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে নতুন কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে বা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষওবা কোন যুক্তিতে এই ধরনের কলেজগুলিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন?

উল্লেখ্য যে প্রায় বছর দশের আগে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর নানা কারণে এবং নানা অজুহাতে অসংখ্য কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল। এই কলেজগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কলেজের সংখ্যা প্রয়োজনের সীমানার মধ্যে রাখার। কিন্তু সে উদ্যোগ সফল হয়নি। অনেক কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক কলেজ খুঁড়িয়ে চলছে। অনেক অস্তিত্বহীন কলেজের নামে সাহায্যের টাকা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। বহু লেখালেখি সত্ত্বেও কলেজের প্রয়োজন বা কলেজের সংখ্যা সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। আমাদের মনে হয়, এই সিদ্ধান্তহীনতাই কলেজ শিক্ষা সমস্যার সমাধানের পথে আর একটি অন্তরায়।

এ ধরনের সমস্যার কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। এবং বার বার বলার চেষ্টা করেছি যে ছাত্রসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজসংখ্যা নিরূপণ করা হোক। এই কলেজগুলিতে আমাদের সীমিত সম্পদ বন্টন করা হোক। এবং মোটামুটিভাবে একটা পরিকল্পনার মধ্যে সবকিছু রাখা হোক। আমরা জানি যে নানা কারণে সবকিছু করা সম্ভব নয়। আবার এও জানি যে নানা অজুহাতে গড়ে-ওঠা কলেজগুলি স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে গেলে বহু উচ্চশিক্ষিত যুবক বেকার হয়। সমাজে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই আমরা মনে করি, এদিকে প্রথম থেকেই নজর দেয়া উচিত।